FEB 5 _2011

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...২৩ কলাম ...৪...

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নির্বাচন

আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের ব্যাপক ভরাডুবির নেপথ্যে

বাকৃবি প্রতিনিধি : গত বুধবার অনুষ্ঠিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগপন্থী গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের ব্যাপক ভরাডুবির ব্যাপারে সংগঠনের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতা, উপাচার্যবিরোধী কট্টর মনোভাব এবং বিএনপি ও জামাত সমর্থক শিক্ষকদের মজবুত ঐক্যকে কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষকের প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ, প্রশাসনের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রশ্নে বঞ্চিত হওয়া এ বিপর্যয়ে ভূমিকা রেখেছে। নির্বাচনের পর গত বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগপন্থী নেতৃস্থানীয় একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে এ তথ্য জানা গেছে।

গত বছর সভাপতি, সহসভাপতিসহ মোট আটটি পদে আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও এবারের নির্বাচনে বড়ো রকমের ব্যবধানে পরাজয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন স্তরের লোকজনের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের ভোটার সংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও এ পরাজয় সকলকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

বর্তমান উপাচার্য দায়িত্বগ্রহণের পর কিছুসংখ্যক আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষক প্রথম থেকেই নানা বিষয়ে উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলামবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। প্রফেসর ড. মোঃ শহীদ উল্লাহ তালুকদার, প্রফেসর ড. আখতার হোসেন, প্রফেসর জয়নাল আবেদিন খান, প্রফেসর ড. আশরাফুজ্জামান সেলিম, প্রফেসর ড. সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ শিক্ষক ক্যাম্পাসে উপাচার্যবিরোধী বলে পরিচিত।

গত ১৬ জুলাই সেকশন অফিসার পদে নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালীন উপাচার্যের কার্যালয়ে বোমা হামলা এবং এ বোমা হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নেতা জড়িত থাকার নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন সংগঠন লিফলেট বিতরণ করার বিষয়টি গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং তখন থেকেই ফোরামে ভাঙন সৃষ্টি হয়।

গত ২৬ নভেম্বর প্রফেসর ড. শহীদ উল্লাহ তালুকদার ও প্রফেসর ড. আখতার হোসেনের নেতৃত্বকে অস্বীকার করে আওয়ামী লীগপন্থী গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম আসাদুজ্জামান ও প্রফেসর ড. আহসান বিন হাবিবের নেতৃত্বে পাল্টা কমিটি গঠন করে এবং এ কমিটি এবারের শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে অংশ নেয়।

পরে ড. শহীদ উল্লাহ তালুকদারের নেতৃত্বাধীন অংশ গত ২২ জানুয়ারির নির্বাচন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যাম্পাসে লিফলেট ছাড়ে। অপরদিকে সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে ক্যাম্পাসের প্রভাবশালী আওয়ামীপন্থী শিক্ষক প্রফেসর ড. রফিকুল হক, প্রফেসর ড. শহীদুল হক, প্রফেসর আহাম্মদ উল্লাহ সরকার, প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল প্রমুখ স্বাক্ষরিত লিফলেটে নির্বাচনে অংশ নেওয়া হবে বলে স্পষ্টই জানানো হয়।

পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করতে দুপক্ষের সমঝোতার লক্ষ্যে নির্বাচনের পূর্বে বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলপ্রসু আলোচনায় সবাই নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্যানেলের পক্ষে কাজ করতে ঐকমত্যে পৌঁছে। যথারীতি গত ৩১ জানুয়ারি গুটিকয়েক বামপন্থী শিক্ষক ব্যতীত সকলেই নির্বাচনে ভোট প্রদান করে। ভোট গণনার পর ফলাফল শুনে অনেক আওয়ামীপন্থী শিক্ষকই হতবাক হয়ে যায়। তারা প্রশ্ন তোলে তাহলে আমাদের দলীয় সহকর্মীরাই কি নির্বাচনে আমাদের ভোট দেয়নি?

আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের এক গ্রুপের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ শহীদ উল্লা তালুকদার সাংবাদিকদের জানান, নিজেদের নাজুক অবস্থায় নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ না থাকলে নিরপেক্ষ শিক্ষকরা কেন আমাদের ভোট দেবে?

এ ব্যাপারে আওয়ামীপন্থী গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আহসান বিন হাবিবসহ একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান, উপাচার্যবিরোধী এবং প্রথমে নির্বাচন বর্জনকারী গ্রুপের সবাই ভোট কেন্দ্রে বেইমানি করেছে, তারা বিপরীত প্যানেলকে ভোট দেওয়ায় ভোটের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক। ক্যাম্পাসে সকলের মুখে মুখে এখন আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের বিএনপি ও জামাত সমর্থিত প্যানেলে ভোট দেওয়ার কথা আলোচিত হচ্ছে।